সাহিত্য-বিনোদন-বিচিত্রা

রম্য রচনা **মামুন রিয়াজী**

আক্কেল গুরুম

৩০ মার্চ, ২০০৮

আমি মেলা থেকে
তাল পাতার এক বাঁশী কিনে এনেছি
বাঁশী কই আগের মতো বাজে না ?

প্রায় বিশ বছর পরে গুষ্টিসহ রওয়ানা হলাম লেফট রাইট করতে লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশ ডে প্যারেডে। গিন্নি মোটেই রাজি না এই অনুষ্ঠানে যেতে কারণ অনেকদূর, ফিরে আসতে আসতে প্রায় গভীর রাত হয়ে যাবে। তারপর পরের দিন আবার কাজ, তবুও খুব নম্র এবং ভদ্রভাবে বুঝিয়ে রাজি করালাম।

গিন্নী, কন্যা, শাশুড়ী, বন্ধু মাহমুদ এবং তার স্ত্রী কন্যাসহ রওয়ানা হলাম লস এঞ্জেলেসের অভিমুখে।

সারাদিনসহ রাত ৯টা পর্যন্ত ছিলাম।

যদি জিজ্ঞেস করেন, কেমন লাগলো ? ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে অথবা যাচ্ছে তাই উদ্ভট একটা কিছু। উত্তর হচ্ছে এটাই, যেটাই হোক আর যাই হোক এই দু'দিন লস এঞ্জেলেসবাসীরা সহ বেশ কয়েক হাজার বাঙালী পরিবারের লোকজন বেশ আনন্দেই ছিলো। ২৫ পয়সার পানি দুই টাকা দিয়ে কিনে খেতেও কষ্ট পাইনি।

হঠাৎ করে চেনা মুখদের কাছে পেয়ে কত ধরণের যে গল্প-সল্প হলো তা সবাই জানে। তাছাড়া পড়শীরা এই সমাবেশ দেখে জানতে পেরেছে যে, পৃথিবীর মানচিত্রের কোন এক জায়গার জাতি এই লেফট রাইট করছে। আমেরিকার অন্যতম ব্যস্ত এবং বিখ্যাত শহর হচ্ছে লস এঞ্জেলেস, জননন্দিত হলিউডের কোল ঘেষা এই শহর এবং ভারমন্ট সড়কটি লস এঞ্জেলেসের ভীষণ ব্যস্ত সড়ক।

৩০ মার্চ, ২০০৮

ভারমন্ট ফোর্থ স্ট্রীট থেকে শুরু করে সিক্স স্ট্রীট। প্যারেডের সময় সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিলো বাংলাদেশ ডে প্যারেডের জন্যে। ছোট্র একটি গরীব দেশের কয়েকশত মানুষগুলো লেফট রাইট করতে গিয়ে পৃথিবীর ধনী শক্তিশালী আমেরিকার মতো দেশের প্রধান সড়ক বন্ধ করেছিলো কয়েক ঘন্টার জন্য। এই বন্ধ করে দেওয়ার পিছনে স্থানীয় সরকারী, আধা সরকারী, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অনেক সহযোগিতা রয়েছে। বাফলা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় যে কোন একটি সড়কের নাম ''লিটল ঢাকা'' করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সাবাস বাফলা। মোবারকবাদ এবং স্যালুট (স্যালুটটা দিলাম ঐ আমাদের অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ভাইজানদের)। ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা রইলো আপনাদের প্রতি। আমার এই প্রশংসা করা লিখা পড়ে ভাবছেন, নিশ্চয়ই বাফলার এক নম্বর চামচা অথবা ভাবছেন ঐ ডাঃ হাসেম বুঝি আমার আক্কেল মাড়ির দাঁত ফ্রি তুলে দেবে অথবা দাঁতের গাম সার্জারি ফ্রি করে দেবে তাইনা ?

মিঞা ভাই মোটেই না, ভালোকে ভালো বলা খারাপকে খারাপ বলা এটাই হচ্ছে আমাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। তবে আপনাকে যতি 'মাতবরি' করতে না দিয়ে থাকে, তাহলে আপনার মুখ থেকে কখনোই প্রশংসা বের হবে না।

সমীপে,
বাফলার কর্তৃপক্ষ
জাঁহাপনা গোস্তাফী মাফ করবেন।

এক তরফা প্রশংসা শুইনা ফুইলা ফাইফা বেলুন হয়েন না। আপনাদের রাজ্যে আমরা প্রজা, আপনারা সবাই রাজা। যা খওয়াইবেন তাই বেক্কলের মতো না বুঝইয়া খামু। ও দিন খাতাম হো গিয়া হ্যায়।

তা আর হবে না, প্রবাসীরা অত্যন্ত সচেতন, চোখ বন্ধ করে বাহবা দেয়ার দিন এখন শেষ।

খোলা আকাশের নীচে, প্রচন্ড শীতের মধ্যে বসিয়ে আপনার 'যাত্রা' দেখার মতো ধৈর্য্য আমাদের অনেকেরই ছিলো না, 'সময় সচেতনতা' আমাদের প্রত্যেকের জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। ৯টার ট্রেন কয়টায় ছাড়বে ? এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে যেন না হয় আগামীতে, সেদিকটা খেয়াল রাখার জন্য অনুরোধ রইলো।

অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় গায়িকার নাম বার বার মাইকে ঘোষণা দিয়েও তাকে শেষ পর্যন্ত মঞ্চে আনা হয়নি সময়মতো। পরিপ্রেক্ষিতে দর্শকরা অনেকেই চলে গিয়েছিলেন। তখন যদি বলেন, হু কেয়ারস তাহলে কথা থেকে যায় ঝড়, বৃষ্টি, শীতের মধ্যে দূর-দূরান্ত থেকে আগত দর্শকদের সম্মান না দেখিয়ে আপনারা বহাল তবিয়তে রাজ সিংহাসনে বসে হুক্কা খাবেন সেটাতো হতে পারে না।

জাঁহাপনা,

অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে উপস্থিত হলেন উপমহাদেশের উচ্চাঙ্গ সম্রাট। ঘর ভর্তি দর্শক, শুরু হলো উচ্চাঙ্গ সংগীতের একক সংগীত। ওস্তাদতো পানের সাথে বাবা জর্দা দিয়ে এক খিলি পান মুখে দিয়ে শুরু করলেন সংগীত। ওস্তাদতো ধ্যানে মগ্ন, উৎফুল্ল। চোখ বন্ধ করে গেয়েই চলেছেন আর গেয়েই চলেছেন। তবলঞ্চি যে কখন চলে গেছে পাশ থেকে সেটাও ওস্তাদের আর খেয়াল নেই। তিনি গেয়েই চলেছেন আর গেয়েই চলেছেন।

ভোর হয়ে গেলো। এদিকে দারোয়ান যে গেট বন্ধ করে বাড়ি যাবে সেটাও পারছে না, কারণ ওস্তাদ গেয়েই চলেছেন আর গেয়েই চলেছেন। দারোয়ান ওস্তাদের সামনে এসে বসে কেঁদে ফেললো। ওস্তাদ তার কান্নার শব্দ শুনে সংগীত বন্ধ করে তাকে বললো, আমি জানি তুমিই একমাত্র সংগীতের ভক্ত, তোমার চোখ তা প্রমাণ করছে। বসো, বসো এইতো এখনই রাগ ভৈরব ধরবো।

-- ওস্তাদ আপনি উঠলে আমি বাঁচি। বাইরের গেটটা বন্ধ কইরা বাড়ি যামু।

ধারাবাহিক উপন্যাস (৯)

মমতাজ শহীদ

শিরোনাম ঃ বৈশাখে বসন্তের প্রেম - বৈশাখে বসন্তের ভালোবাসা

বৈশাখে বসন্তের বাতাস আলতো ছুঁয়ে দেয় শোভনের সমস্ত অবয়বে। একটা পাতাবিহীন গাছতলায় বসেছিলো শোভন। আসন্ন বৈশাখের প্রত্যাশায় এলোমেলো চুল উড়ে উড়ে পড়ছে কপালে, ওর দু'চোখ অনন্য এক সুন্দরের দৃষ্টিতে নিবদ্ধ। চোখের পলক দুলে ওঠে বাতাসের শিহরণে শিহরিত হয় ও। এ কোন প্রেম ? এ কোন ভালোবাসা ? এ কোন বৈশাখ ? এ কোন বসন্ত ? সবগুলো প্রশ্ন যেন কবিতা হয়ে লিপিবদ্ধ হয় ওর মনের জার্নালে।

ভালোবাসার কবিতা লেখা হয় শ্রাবণীকে ঘিরে --

আজ বৈশাখ তবু বসন্ত বাতাস
আমার দু'চোখ ছুঁয়ে দেয়
আজ বৈশাখ তবু কেনো সব কথা
বলা হয়নি তোমাকে।
আজ বৈশাখ তবু কেনো বসন্তের
ভালোবাসা এসে
মন কেড়ে নেয়।
আজ বৈশাখ - ওগো প্রেম তুমি কোথায় ?
আজ বৈশাখ - ১৪১৫ সন
আজ তোমার আমার সাথে থাকার কথা
তুমি কোথায় ?
তমার মাঠে আসন্ন সবুজের শিহরণ কচি ঘাস পাতা
পাখীদের আলতো কথোপকথন
এসব কিছুই যেনো ভালোবাসার পর ঘটলো।
একা থাকার মতো আর কিছু কি আছে !
জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ -
জোনাকির মতো জ্বলা নেভা।
এই যে সম্মুখের সমুদ্র, সমুদ্র ঢেউ
তোমার অপেক্ষায় আছে
আমার মতো - কখন তুমি আসবে
ওগো প্রেম অক্ষরে অক্ষরে সাজো সুন্দর
এই বৈশাখে বসন্তের প্রেমের মতো
বসন্তের ভালোবাসার মতো।

শোভনের দৃষ্টিতে পশ্চিম উপকূলীয় সমুদ্রে, সমুদ্রের লোনা জলে এখন বৈশাখের খরতাপে আগুনের লেলিহান। এক একটি ঢেউ যেনো আগুন হয়ে ঝরছে। হঠাৎ করেই শোভন ভাবে তাহলে সৈকত কন্যার শরীরে যে দাউ দাউ আগুন ছুঁয়ে যাবে। প্রকৃতির কাছ থেকে যদি বর্ষণ পায় তবেই রক্ষা। তাহলে কি এই আগুন আর প্রেমের আগুন একই ধারায় বইছে। শোভনকে ভালোবাসার ছলনায় কি কলা-কৌশলই না ব্যবহার করেছে সৈকত কন্যা। এতোটা নগ্ন হয়ে গেলে যে সৈকত কন্যার শরীর ঝলসে যাবে, অঙ্গার হবে ভালোবাসার প্রেম, সবই। শোভনের অভিমান যেনো দিন দিন বেড়েই চলেছে। অভিমান শব্দটি ঠিক যথাযথ নয়, জেদ বল্লে সমীচিন হবে। শোভন নিজে পুড়তে চায় না, পোড়াতে চায় ওর অতীত প্রেম। তবে কি ও সমুদ্রে ঝাঁপ দেবে ? যদি অঙ্গার না হয়ে আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে ওঠে ওর মন প্রাণ সেই মন শুধু হবে শ্রাবণীর জন্যে, অনন্য একক সেই ভালোবাসা। শ্রাবণীই ওর প্রেম, শ্রাবণীই ওর ভালোবাসা। এই মুহুর্তে শোভন চায় শ্রাবণীকে। একটা সুন্দর স্বপ্ন এসে ওর মন কেড়ে নিলো যেখানে বৈশাখের সাজানো সুন্দর সবুজ মাঠ আদিগন্ত ফুলে ফুলে ঢাকা এক প্রেমের বিছানা। এই মুহুর্তে শোভনের ইচ্ছে হয় দূরের মেঘকে দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে হয়তো দেখতে পাবে এক পরিপূর্ণ ভালোবাসার অবয়ব। এক নারী মূর্তি এসে ওর সম্মুখে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, এই নারীই শ্রাবণী। একটি স্প্রিরিচুয়াল অনুভূতি ওকে ঘিরে এখন। প্রকৃতির রূপ যেনো বকুল ঝরালো, কদম ফুলের মালা দু'হাতে পড়িয়েছিলো শোভন শ্রাবণীকে । নিজেকে সংযত করতে পারলো না। মেঘে মেঘে সংঘর্ষ হলো, বিদ্যুৎ চমকালো আকাশে। এক প্রচন্ড বাতাস এসে সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়ে দিলো এখন বৈশাখ। আচমকা বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ যেনো নূপুরের ধ্বনি বয়ে আনলো। অবচেতনে শোভন বলে উঠলো, এ কার পদধ্বনি, এ কার আগমন। তুমি ভালোবাসা না আগুন ? তুমি কি প্রকৃতি ? তুমি কেনো এতো সুন্দর ? হে প্রকৃতি আমি যে অদেখা সুন্দর ভবিষ্যতকে দেখতে চাই। হে পৃথিবী তুমি আমাকে একটু সুখ দাও, ভালোবাসা দাও, দাও অনন্য এক প্রেমময় জীবন। শোভনের কথোপকথন ছড়িয়ে পড়লো সেই সমুদ্রের জ্বলা আগুনের সৈকতে যেখানে শুধু এক প্রেমহীন স্বার্থপরতার জীবন। বিচ্ছিন্ন হয় ওর ভাবনা, টুকরো টুকরো হয় ওর সুন্দর কথোপকথন। আবার প্রান্ত থেকে কে যেন বলে উঠলো, 'শোভন আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি শ্রাবণী আমাকে কাছে টেনে নাও'। প্রচন্ড শব্দে বিদ্যুৎ চমকালো মেঘের গর্জনে। শোভন ওর চৈতন্য ফিরে পেলো, দেখলো বৃষ্টিতে ভিজে একাকার। কখন যে সময় হয়ে গেছে অপরাহ্ন থেকে বিকেলের আগমন, বিকেলের শেষে সন্ধ্যার আগমন। নিজেকে ও প্রশ্ন করে, তাহলে এভাবে এই গাছতলায় কতক্ষণ বসেছিলো ? এই মুহূর্তে ও যেন কিছুই মনে করতে পারছে না, ও যেনো এতক্ষণ একটা সুন্দর স্বপ্নের জগতে নিজিকে হারিয়ে ফেরেছিলো। তন্দ্রা কেটে গেলেও একটা অনুভব ওকে শিহরিত করে তোলে। সেই অনুভব আর কিছুই নয় শ্রাবণীর অন্ধ ভালোবাসা। সেই ভালোবাসায় শোভন এখন বন্দী। কিন্তু শোভন যে যান্ত্রিক হতে চায়, এমন প্রেমে জড়াতে চায় না। যদি শ্রাবণীকে ওর সম্পূর্ণ ভালোবাসা না দিতে পারে তাহলে কি হবে ? শ্রাবণীকে ও দুঃখ দিতে চায় না। মনে পড়ে গেলো গত রাতের কথা। ওর বেশ ক'জন বন্ধু ওকে আন্ডারএস্টিমেট করেছে। এতো সুন্দর একটা ডিনারের আয়োজন করেছিলো শোভন, ঠিক বুঝতে পারলোনা এতদিনের বন্ধুত্বের সম্পর্কটা কেনো বিচ্ছিন্ন হলো। দল বেঁধে বন্ধুরা সব ধরলো সৈকত কন্যাকে গ্রহণ করার জন্যে। অনেকেই এসেছিলো ডিনারে আসেনি শুধু অনন্ত আর সুহান। শোভনের মনটা বিষন্নতায় কেটেছে। কি যেনো একটা প্রবাদ আছে না, ''মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী'' ওই অবস্থা । হঠাৎ করেই অনন্তের দরদ উথলে উঠলো সৈকতকন্যার জন্যে। তা এতোই যখন দরদ ওই পীরিতি নাহয় সৈকতকন্যার সাথেই হোক। বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছেদ করতে হবে কেনো। শোভনের যেন হঠাৎ জেদটা চেপে বসলো।

শোভন তুমি এতোটা গুরুত্ব দিয়োনা, অন্যের কথা শুনতে যেয়োনা ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মনকে বুঝিয়ে উঠে পড়লো ওই গাছতলা থেকে। সমুদ্রের ধার ঘেসে হাঁটতে আরম্ভ করলো। এক সময় পৌঁছালো ওর বাসায়। বাসায় ফিরে মনে পড়লো আজ বৈশাখের প্রথম দিন, তাই সেল ফোনে সুন্দর একটা টেক্সট ম্যাসেজ পাঠালো শ্রাবণীকে। টেক্সট ম্যাসেজটা ঠিক এমন 'শ্রাবণী আজ এই বৈশাখের প্রথম দিনে আমার চৌদ্দগুষ্ঠি তোমার চৌদ্দগুষ্ঠিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে'। মনে মনে স্মিত হেসে ফেলে শোভন, এটা কি ধরণের শুভেচ্ছা বার্তা।

শ্রাবণীর মনের ভেতর সাহিত্যের ঝড় বইছে। এ নিয়ে বেশ ক'টি বৈশাখের কবিতা লিখে ফেল্লো। শোভনের পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তা ভীষণ ভালো লাগলো ওর। শ্রাবণী ওর বান্ধবীদের সাথে শুভেচ্ছা বার্তা বিনিময় করলো। একে একে মিলির সাথে, নীলুর সাথে কথা হলো। মিলির ভীষণ ব্যস্ততা জানালো। রান্না করার ইচ্ছে হয়না, তবু রাঁধতে হয়। পহেলা বৈশাখ তাই মিলি আজ রান্না করবে খিচুড়ি আর মুরগীর কোরমা, আলুর চপ। নীলুর সাথে অনেকক্ষণ কথা হলো। ও জানালো, আজকের এই পহেলা বৈশাখে ওর প্রথম পাওয়া উপহারের কথা। ও যাকে এক সময় ভালোবাসতো সে নীলুকে দিয়েছিলো একটা কলম। শ্রাবণী খুব হেসেছিলো, নীলুও হেসেছিলো সেই সাথে সেই কলম উপহার দেয়া নিয়ে।

শ্রাবণী বাস্তবের দিকে দৃষ্টি রাখে। জীবন চলছে জীবনের গতিতে নিজের ইচ্ছেয়। এই যে প্রতিটি ক্ষণের নিগূঢ় দিকটি কিভাবে যে পেরিয়ে যায় কেউ বুঝতেও পারে না। অদেখা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এগিয়ে নিয়ে যায় প্রতিটি জীবনকে। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতায় দৃষ্টি রাখলে ও নিজেই দেখে নিজের চোখের সামনে পড়শীর বাড়ির সম্মুখ দিকটা। গ্যারেজ সেইল দিচ্ছে। প্রচন্ড গাড়ির ভীড়। লোকজন আসছে, কিনছে চলে যাচ্ছে। বিক্রি হচ্ছে, কখনো আবার অনেকে দেখে ওপেন উইন্ডো শপিং শেষ করে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে যাচ্ছে। শ্রাবণীর ওয়াই টিভিটার কালারে যান্ত্রিক অসুবিধা দেখা দিয়েছে তাই একটু মনটা খারাপ ছিলো কারণ সুন্দরভাবে এটিএন বাংলা, আরটিভি আর এনটিভি দেখতে অসুবিধা হচ্ছে, এই হলো বাস্তবের রূপ। টেকনিশিয়ান ডাকা হয়েছিলো, তাই আজ টেকনিশিয়ান এসে আধা ঘন্টার মধ্যে ঠিক করে দিলো। তবে টেকনিশিয়ানের চার্জ পারিশ্রমিক একশত ডলার আর পার্টসের দাম তিনশত ডলার, মোট দিতে হলো চারশত ডলার। এজন্যেই শ্রাবণীর কাছে বাস্তবকে গ্রহণ করতে ইচ্ছে হয় না, যদিও বাস্তবই ধ্রুব সত্য একেতো গ্রহণ করতেই হবে। টেকনিশিয়ান চলে গেছে। এখন সুন্দর দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো। দেশে এখন ভীষণ চড়া দাম খাদ্যের, দ্রব্যমূল্যের এতো বেশী চাপ প্রতিটি পরিবারের, ওর ভাবতে কষ্ট হয়। মনটা দুঃখে ভারাক্রান্ত হয় শ্রাবণীর, ঠিক সেই মুহুর্তেই একটা কল এলো। সেল ফোনের রিংটোন বেজেই চলেছে। ও ভেবেছিলো শোভনের কল কিন্তু এ দেখছি একেবারেই অচেনা একটি কল।

- হ্যালো - হ্যালো ।
-- আপনি কি শ্রাবণী ?
- হ্যাঁ, কেন বলুনতো ?
-- আমাকে খুব একটা চিনবেন না, তবে নামে হয়তো চিনতে পারেন। আমি শোভনের একজন বন্ধু। আমার নাম অনন্ত।
- হঠাৎ আমাকে কি প্রয়োজন ? আর আমার সেল ফোন নাম্বার কি করে পেলেন ?
-- সৈকত কন্যার কাছ থেকে জেনেছি।
- কি হয়েছে বলুনতো। সৈকত কন্যা নিজেইতো আমাকে কল করতে পারতো, আপনাকে মাধ্যম করেছে কেনো ?
-- আমরা সবাই একে অপরের বন্ধু তাই। সৈকত কন্যা চায় আপনি শোভনকে ছেড়ে দিন। সৈকত কন্যা আর শোভন এরা দু'জন দু'জনার এখানে আপনি --- বলতে বলতে থেমে যায়।
- আমি জানি শোভন আমার, অন্য কারো নয়। আর ভালোবাসা, প্রেম এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।
-- না, আমি জানি। আমার কেনো যেনো মনে হলো হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন। আসলে শোভন সৈকত কন্যাকে ভালোবাসে আর সৈকত কন্যাও ওকে।
- দেখুন আমি তর্কে যেতে চাই না। তবে আমি জানি শোভন আমাকে ভালোবাসে সৈকত কন্যাকে নয়। দয়া করে আমাকে কল করে বিরক্ত করবেন না।
-- তবু অনুরোধ করছি আপনাকে একটু ভেবে দেখবেন।
- ভালোবাসা, প্রেম এসব কি আর ভেবে-চিন্তে হয় বলুন ?
- দুঃখিত আপনার ডিপ্লোম্যাটিক কথাবার্তার সাথে আমি হেরে যাচ্ছি। রাখছি - বাই।

অনন্তের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায় এক সময়। শ্রাবণী ভাবতেই পারে না এ কেমন নারী যে নাকি নিজের ব্যক্তিত্বকে, নিজের নিজস্বতাকে অন্য পুরুষের হাতে তুলে দিচ্ছে। কি করে পারলো ফোন নাম্বারটা দিতে। এক সময় থমকে যায় শ্রাবণী, ও ভুলে যেতে চায় এসব আনইম্পরটেন্ট কলকে। শ্রাবণীর দু'চোখে এখন বৈশাখ আর ভালোবাসার প্রকৃতিতে এখনো বসন্ত। বৈশাখে বসন্তের প্রেম, বৈশাখে ভালোবাসার বসন্ত। সেখানে শুধু শোভন আর শ্রাবণী। বৈশাখের কাছে শ্রাবণীর যা চাইবার ছিলো মনে মনে সেটা চেয়ে ফেল্লো। আজ এই বৈশাখের দিনে শ্রাবণীর মনে যেনো বাস্তবধর্মী কবিতার আলোড়ন, জীবনটা কোন ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে ও নিজেও জানে না । তাইতো কবিতার পংক্তি ওকে স্মরণ করায় ড় শ্রাবণী তুমি বাস্তবকে মেনে নাও, বসন্ততো আছেই তোমার হৃদয় ছুঁয়ে-

তুমি কবিতা পছন্দ করো বলেই
এ কবিতা যখন তুমি পড়বে ড় যেনো
আমার কৃতজ্ঞতা তোমাকেই।
জীবন ওরকম নয় -
জীবনের আরেক নাম
যদি হয় বসন্ত
যদি হয় বৈশাখ
যদি হয় বসন্ত বৈশাখ।
কিন্তু জীবন অনেক সময় একাকীত্ব
নিয়ে বেঁচে থাকে
মন খারাপের বাতাস বইলেও
জীবন তার গতিতেই চলে।

স্বদেশ, মাটি, সংস্কৃতি - প্রতিনিয়ত ডাকছে আমায়। যদিও যান্ত্রিক জীবনের কাছে পরাজিত হয়েছে এই সত্ত্বা, তবু এ জীবন চায় বসন্ত ছুঁয়ে যাক অহরহ। (চলবে)

ছোট পাখি

আরা আহমেদ

ঘুম ভাঙ্গতেই মনে পড়লো চাঁদনীর, রাতে মুভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। উঠতে কি দেরী হয়ে গেলো ওর ? শায়ের বোধ হয় কফি নিয়ে চলে গেছে। আর একটু সময় বিছানায় গা এলিয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করলো। একটু পরে উঠে শাওয়ার নিলো। ফজরের নামায পড়লো। হালকা নাশতা নেয় চা-মিষ্টি। দেশ ছাড়ার পরে সকালের নাস্তা খাওয়া হয় না। দেশে গেলে অবশ্য মায়ের হাতের খাবার মিস করে না কখনো। দেশকে দারুণ মিস করে চাঁদনী, দেশ থেকে ঘুরে এসেছে ছয় মাস হয়। অথচ মনে হয় কতদিন ? টিভি অন করতেই চোখে পড়লো চ্যানেলগুলোতে টক শো'র ছড়াছড়ি। ফ্রিজ থেকে মাছ, মাংস নামিয়ে রাখতেই রান্নাঘরের জানালার গ্রীলে চোখ পড়তেই চোখে পড়লো ছোট পাখিটা। কি নাম ওর ? কি সুন্দর ওর পালক, সবুজ কমলা মেশানো। পেটটা লম্বাটে ধরণের। সাত-পাঁচ ভাবতেই ফোন এলো শায়েরের। ঘুম ভেঙ্গেছে জান ? তুমি আমায় ডাকলে না কেন ? উল্টো প্রশ্ন চাঁদনীর। রাত করে ঘুমিয়েছো তাই। শায়ের আমেরিকায় এক যুগ ধরে আছে। নিজের কাজে অভ্যস্ত ''ও''।

শায়েরের ব্যবসা, বাড়ি, গাড়ি সব কিছুই আছে। বলতে গেলে সফল একজন পুরুষ। বউয়ের প্রতি দারুণ কেয়ারিং ও লাভিং। চাঁদনী মাঝে মাঝে শায়েরের সাথে ওদের গ্রোসারীতে সাহায্য করে আসে। কিছুক্ষণ পরেই ফোন বেজে উঠলো। অপর পাশ থেকে আওয়াজ এলো, কিরে কি করছিস ? জেরিন, চাঁদনীর বান্ধবী। এখানে ওর হাজব্যান্ড আরাফ শায়েরের ছেলেবেলার বন্ধু। এইতো একটু রান্না। তুই পারিসও। কি করবো তোর মতো সালাদ খেয়ে থাকতে পারলেতো ভালই হতো। চেষ্টা করে দেখ্ ?

না বাবা, আমরা মাছে-ভাতে বাঙালী। কি করছিস সন্ধ্যায় ? আসলে আসতে পারিস। আরাফকে বলবো --।

রান্না সেরে চাঁদনী গোসল করে নামাজ পড়লো। খেতে বসে শায়ের চাঁদনীর রান্নার প্রশংসা না করে পারলো না। শাক, ভাজি, মাছ, মাংস, শুটকী - ভালো খাবার, শেষে ডেজার্ট-এ পায়েস। সবশেষে চাও বাদ পড়লো না। জেরিন, আরাফ তৃপ্তি করে খেলো। সপ্তাহে ৫ দিন কাজ করে বলে জেরিন-আরাফ চাঁদনী-শায়েরের এখানে এসে বাঙালী আতিথেয়তা গ্রহণ করতেই অভ্যস্ত। এতে ওদেরও সময় কাটে ভালো।

চা খেতে খেতে শায়ের, আরাফ টিভি চ্যানেলের টপিকগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কি হচ্ছে দেশে, দেশের বাজারগুলোতে চলছে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি। চালের মূল্যবৃদ্ধি বিধায় বেশী করে বেশী করে আলু খান, ভাতের উপর থেকে চাপ কমান জাতীয় শ্লোগান চলছে। তারপরেও মানুষ অভাবের দেশে আলু কিনতে পারছে না অত্যধিক মূল্যের কারণে। ভাবতেই জেরিনের ডাকে চাঁদনীর সম্বিৎ ফিরে এলো। সামনের উইক এন্ডে আমাদের এখানে আয় বলে রাতে ওরা বিদায় নিয়ে চলে যেতেই সব কিছু গুছিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় যেতেই চাঁদনীর দিনের সেই নাম না জানা পাখিটার কথা মনে পড়ে গেলো। প্রবাসে কি সবাই একেকজন ছোট পাখি। যার রয়েছে নিজস্ব গন্ডীর মধ্যেই বিচরণ। ঘুরে ফিরে সেই একভাবেই যার চলাফেরা। অথবা নিয়ম বেঁধে একই রকম চলাচল, কাজকর্ম। ঘুরে ফিরে যেমন দিন গিয়ে রাত আসে অথবা রাতের পরে দিন।

পরাজিত

সেই কবে থেকে খুঁজছি, নুতন পথের বাঁক
জীবনের প্রারম্ভ থেকে অন্তিমে।
দিগন্ত পানে ধেয়ে চলেছি, প্রজ্বলিত সূর্য্যের ঝাঁক
কালের গন্তর থেকে কালান্তরে।
আবর্তনের ঘূর্ণিপাকে ঘুরেছি, অতিন্দ্রিয় অশ্বের
ডাক
অবশেষে ক্লান্তি থেকে অক্লান্তিতে।
অবনতশীরে আজ পেয়েছি, অস্তমিত প্রাণের স্বাদ
বিজয়ের অঙ্কুর থেকে পরাজয়ে।

আফরোজ আক্তার তোহা নার্গিস

আত্মজ-র জন্য

হাঁটি হাঁটি পা পা করে
কখন যে বড় হয়ে গ্যাছে
ফেলে আসা কবিতা গুচ্ছের মতো
আমার আত্মজটি।
দশ কুঁড়ি পঁচিশ বছর
জন্ম আর সময়ের ব্যবধান
কখন যে টেনে এনেছে বন্ধুত্বের সমান্তরাল রেখায়
আমি টেরই পাইনি।
গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনির অনুষ্ঠানে বসে
আমি এই প্রথম অনুভব করলাম
আমার সন্তান এখন একজন সম্পূর্ণ পুরুষ।
স্বর্গ হতে উচ্চারিত হলো আমার সন্তানের নাম
'জামশেদ খান - গ্র্যাজুয়েট ইন গ্লোবাল
ইনফরমেশন'।
গর্ব হলো নিজের মধ্যে,
জল টলমল চোখে তাকালাম জীবন সঙ্গীর দিকে,
ও মাথায় হাত রেখে বললো
গভীর থেকে গভীরতর স্বরে --
''তুমি যা পারোনি ও তা
পারবে,
আমি যা করিনি ও তা
করবে''।

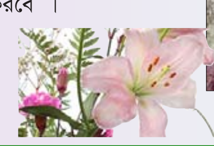

মামিয়া মৌ

অনুভূতিতে বাংলা বর্ষ

সালমা শহীদ চৌধুরী

হে বাংলা বর্ষ, এই বাণিজ্যিক আর যান্ত্রিক যুগেও
অনুভব করি তোমাকে
চাঁদনী রাতের খোলা ছাদে বসে।
বৃষ্টি ঝরা দিনে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে
ভোরের শিশির সিক্ত ভেজা ঘাসের ওপর পা দিয়ে
এখনো অনুভব করি তোমাকে।

হেমন্তের সোনা ঝরা ধানের ক্ষেতে
কনকনে শীতের সকালে
পিঠে আর পাটালী গুড়ের সৌরভে
বসন্তের কোকিল ডাকা - মন পাগল করা
ফুলের বাগানে।

গ্রীষ্মের অসহ্য গরমে, বট বৃক্ষের বিশাল ছায়ায়
ঝরা পাতার ওপর শুয়ে
ফাল্গুণের দক্ষিণ হাওয়ায়
নৌকায় চড়ে নদীর বুকে
এখনো অনুভব করি তোমাকে।

রচনাকাল ১৪১৫
ঢাকা - বাংলাদেশ

সালমা শহীদ চৌধুরী

জিলি সুখী সমাচার

ইদানিং
সুখীর ছেড়া শাড়ির আঁচল দিয়ে
জিলি জীবন নৌকার পাল তুলে
খুঁজছে কোথায় নতুন চর জাগলো
কোথায় আবার ভালোবাসার
আবাসন গড়া যায়।

অথচ
জিলির ভালবাসার মাতালতায়
উত্তালতায় প্রচন্ডতায় এক নিমিষে
বিলীন করে দিয়েছে নদীর কিনারার
ভালবাসার সভ্য-শোভন আবাসন সমূহ।

যেমন
হেলেন ভেংগেছিল ট্রয় নগরী
সাইক্লোন সিডর নিশ্চিহ্ন করে
দিয়েছিল সোনাভানের গোল পাতার ছাউনী
সুখীর শিশু থেকে বাড়ন্ত যৌবনের স্মৃতি।

তাই
এক টুকরো বিস্ময় দিয়ে সুখী ভাবে
জিলি আমার জীবনে বসন্ত এসেছে
কোকিল ডাকছে। শাখায় শাখায়
দোল দিচ্ছে দক্ষিণ হাওয়া
নব কিশলয়ে পল্লবিত হয়েছে।

এবং
আমার বিশ্বাস, তোমার আশ্বাস
আমার চেতন, তোমার অচৈতন্য
আমার বিবেক, তোমার দুর্বারতা
আমার স্থিরতা, তোমার মাতালতা
তোমার পূর্ণিমা, আমার বেদনার্ত নীল চাঁদ।

এ এক অন্য রকম সম্পর্ক
সংক্ষুব্ধ বসতি তাহাদের।

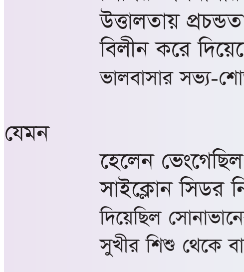

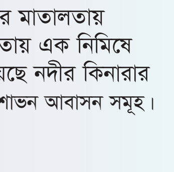

রেহানা সুলতানা

তোমাকে মনে পড়ে

তোমাকে মনে পড়ে নিশীথ নির্মল
পূর্ণিমা রাতে
শেষ বিকেলের মিষ্টি রোদে
একলা হাঁটতে ।
তোমাকে মনে পড়ে ডুবন্ত সূর্য্যের
বাদামী আকাশে
কিংবা বর্ণাঢ্য তারার আকাশে
হঠাৎ দৃষ্টি আবদ্ধ হলে।
তোমাকে মনে পড়ে একলা
বসে ভাবতে
ল্যাম্পপোস্টে ঠেস দিয়ে
ক্লান্ত মনে দাঁড়িয়ে
অসহায় মানুষের কথা লিখতে
হে আমার জন্মভূমি

হামিদা আখতার

My Trip to Bangladesh

I loved my time and experience in Bangladesh. It is a beautiful country with beautiful people. I really enjoyed the time we spent at Proshika, a conference center located outside of Dhaka near a village. One morning we rose early with the sun and took a rickshaw into the village. I loved seeing how the people in the village lived their lives. They were warm and friendly and invited us in to their homes and work space. We saw one family weaving beautiful baskets and sat with another in their homes. We brought them fruit and other gifts for their wonderful hospitality.

We spent our second week in Bangladesh at BKSP-KRIRA SHIKKHA PROTSHTAN-Bangladesh Sports Institute. Here is where we did the majority of our coaching and teaching. This was a very exhausting but rewarding part of our visit. It was nice to work with their athletes and coaches. I worked with the men's basketball team. My presentations were very well received and I have been asked to return this December to work with the team again.

There were certain foods in Bangladesh that I really grew to love and enjoy. I loved the tea or cha that we had three times a day. And, some of my favorite foods were fushka, chapuchi, chapati, and nan. There were other foods that we tried but I am unable to remember the names.

I feel very fortunate to have four students in my classes at Paul Revere Middle School. I have such a warm place in my heart for Bangladesh and her people. Every time I see these students, I feel like I am seeing a part of Bangladesh and it just warms my soul.

I am feel very strongly about returning to Bangladesh and in particular BKSP to continue the work that was started on this sports initiative. I am studying Bengali and hope to learn some of the language before I return in December.

Bangladesh is a wonderful place and the people are just as wonderful, kind, loving and happy. The smiles on their faces say it all and I cannot wait to return.

Holli Omori

আপনি জানেন কি ?

অযাচিত/ অনাবশ্যকভাবে কে আপনাকে শিশু পরিচর্যার উপর উপদেশ দিচ্ছে
আগন্তুক ৩৪%, শাশুড়ি ৩১%, মা ১৪%, বন্ধু-বান্ধব ১২%, সহোদর ৫% ।

বার বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে সেল ফোন দেয়া কি ঠিক ?
হ্যাঁ ২১%, না ৭৯%

শতকরা ৬৬ জন মা মনে করে তাদের বাচ্চারা তাদের চেয়ে অনেক বেশী বন্ধুসুলভ।

বাচ্চাদের কি স্কুলে ইউনিফর্ম পড়া উচিত ?
হ্যাঁ ৭৬%, না ২৪%

শতকরা ৪৯% পিতামাতা যারা অবকাশ যাপনের জন্য যে অর্থ খরচ করেছেন তা দিয়ে তাদের সন্তানদের কলেজের শিক্ষাক্ষেত্রে সে খরচ পুষিয়ে যেতো।

শতকরা ২৯% ৪ বছরের কম শিশুদের শোবার ঘরে টিভি আছে।

যারা একা থাকতে চান তাদের কি করা বাচ্চা দত্তক নেয়া উচিত ?
হ্যাঁ ৮১%, না ১৯%

শতকরা ৮৬% মা তাদের সন্তানদেরকে বলেন আজ ''আমি তোমাকে ভালোবাসি'' অন্যদিকে শতকরা ৫৪% স্ত্রী তাদের স্বামীকে বলেন, ''I love You''

যারা পারিবারিকভাবে অসুখী, বিবাহ বিচ্ছেদ বা ডিভোর্স দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের কি সন্তানের নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ?
হ্যাঁ ১৯%, না ৮১%

আপনি কি পুরুষ বেবী সিটার নিয়োগ দেয়ার পক্ষে
হ্যাঁ ৪৩%, না ৫৭%

১৯৮০ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে শতকরা ২৪ % শিশুর ওজন অতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যাদের বয়স ৬ মাসের কম।

কে আপনাকে সবচেয়ে বেশী শিক্ষা দেয় ?
আমার সন্তান ৫২%, আমার পিতামাতা ৪৮%,

বাল্যকালে ভ্যাকসিন দেয়া কি আইনত জরুরী ?
হ্যাঁ ৬৩%, না ৩৭%

দিনে অন্তত একটির বেশী সাদা-মাটা মিথ্যা কথা বলেন তাদের সন্তানদের সাথে ৬৯% পিতামাতা।

বাচ্চাদের জন্যে ভাতা বা এলাউয়েন্স কি তাদের অর্জন করা উচিত ?
হ্যাঁ ৯২%, অটোমেটিক্যালি দিলেই চলবে ৮%

(সূত্র ঃ প্যারেন্টি ম্যাগাজিন)

আমাদের সমাজের মানুষ সন্দেহকে হৃদয়ে লালন পালন করে। অর্থাৎ সন্দেহ মানুষকে কুড়ে কুড়ে খায়, হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে।

অন্যদিকে অনেক সময় ঈর্ষার অনলে দগ্ধ হয়ে আমরা অপরের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত হই। কেউ এককভাবে একটি সমাজ সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে সাফল্য অর্জন করলে আমরা তার এই উদ্যমের অন্তরালে কোন ব্যক্তিস্বার্থ লুক্কায়িত আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করি।

-ডঃ কাজী নাসির উদ্দীন